বিজেপির রাজ্য কমিটির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি শান্তনুর

উজ্জ্বল দত্ত, কলকাতা : বিজেপির নতুন রাজ্য কমিটিতে জায়গা না পেয়ে বিজেপির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছেড়েছেন শান্তনু ঠাকুর ও মতুয়া বিধায়করা। কমিটি থেকে বাদ পড়ে সায়ন্তন বসুও বিক্ষুব্ধদের দলে শামিল হয়েছেন। জয়প্রকাশ মজুমদার, রিতেশ তিওয়ারি, রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়ও রাজ্য নেতৃত্বের প্রতি ক্ষুব্ধ। এমন পরিস্থিতিতে শনিবার পোর্ট ট্রাস্টের গেস্ট হাউসে রাজ্য বিজেপির বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন শান্তনু ঠাকুর। আর বৈঠক থেকে বেরিয়েই তিনি বলেন, ‘বিজেপির রাজ্য কমিটিতে দলের ক্ষতি হচ্ছে। একজন নেতা দলকে কুক্ষিগত করতে চাইছেন। মনে হয়, তাঁর সঙ্গে অন্য দলের সংযোগ রয়েছে। এভাবে চোখের সামনে বিজেপিকে শেষ হতে দেব না আমরা। দরকার পড়লে আন্দোলনে নামব।’ সরাসরি কারো নাম না নিলেও তিনি জানান, ‘সময় হলে তা প্রকাশ করব।’ তবে রাজনৈতিক মহলের মতে বিজেপির রাজ্য সাংগঠনিক সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তীই তাঁর নিশানায়। অমিতাভ দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই দলের সব কিছু হস্তগত করার চেষ্টা করছেন বলে বিজেপির অন্দরমহলে অভিযোগ উঠছে। এ দিন বনগাঁগামী একাধিক লোকাল ট্রেনেও অমিতাভের অপসারণের দাবিতে পোস্টার পড়ে। শান্তনু জানান, ‘বাংলায় বিজেপির ক্ষতিসাধনকারী ওই নেতার আমরা অপসারণ চাই।’ শান্তনুর দাবি, নতুন যে কমিটি হয়েছে, তা আসলে তৃণমূলের সঙ্গে মিলে বিজেপিকে রাজ্য থেকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র। তাঁর মতে, মতুয়ারা বাদ পড়েছেন বলে নয়, দলের ৯০% অভিজ্ঞ নেতাদের বাদ দিয়ে নতুন কমিটি গড়া হয়েছে। তাতে রাখা হয়েছে অনভিজ্ঞ লোকদের, যাতে ক্ষমতা হস্তগত করতে সুবিধা হয়। এরমধ্যে নিজেদের আপত্তির কথা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে জানিয়েছেন। তবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি ক্ষোভ নেই। বরং তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষে তৃণমূল স্তরে এসে দলের কর্মীদের কাছ থেকে খোঁজ নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ আজ জরুরি। তবে বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের অভিমত, শান্তনু সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁকে বিক্ষুব্ধ বলা ঠিক নয়। অভিযোগ জানানোর কিছু পদ্ধতি রয়েছে। সেইমতো সকলেই এগোতে পারেন। শনিবার কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের গেস্ট হাউসে শান্তনু ঠাকুরের নেতৃত্বে দুপুর ২টো নাগাদ বিজেপির বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর বৈঠক শুরু হয়। ছিলেন ৫ মতুয়া বিধায়ক, সুব্রত ঠাকুর, মুকুটমণি অধিকারী, অসীম সরকার, অশোক কীর্তনীয়া ও অম্বিকা রায়। যোগ দেন বিজেপির বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর নেতারা, বিজেপি নেতা তুষার মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস মিত্র ও বিজেপির একাধিক সাংগঠনিক প্রাক্তন জেলা সভাপতিরাও।

পোর্ট ট্রাস্টের এই গেস্ট হাউসে শনিবার বসে বিজেপির বিক্ষুব্ধদের বৈঠক

রাজ্য বিজেপি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে : তথাগত রায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথাগত রায় ফের দলের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন। শনিবার তিনি ট্যুইট করে লেখেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি দল নিজেরাই নিজেদের শেষ করার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। রোগ চেপে রাখলে তা সারে না। বরং তা মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।’ এদিন তিনি সরাসরি বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বলেন, ‘টাকা ও মহিলা সিনড্রোম দিয়ে এর শুরু হয়েছিল। বিধানসভা ও পুরনিগমের ভোটে ভয়ঙ্কর খারাপ ফলাফলের পরও তা শুধরে নেওয়া হয়নি। বরং এভাবে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি নিজেদের মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।’ প্রসঙ্গত, এর আগে অনেকবারই রাজ্য বিজেপির বিরুদ্ধে এই প্রবীণ নেতা তোপ দেগেছেন। প্রতিবারই ট্যুইটারে বিস্ফোরক সব মন্তব্য করেছেন। যা নিয়ে দলে অস্বস্তি বেড়েছে। এখন এমনিতেই বিজেপির অন্দরের পরিস্থিতি ভালো নয়। সম্প্রতি বেশ কয়েকজন বিধায়ক দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছেড়েছেন। অনেকে দলের অন্দরে বিদ্রোহ শুরু করেছেন। সেই পরিস্থিতি সামলাতেই দলের নেতারা ব্যস্ত। এই সময় তথাগত রায়ের এই ট্যুইট নতুন বিতর্ক টেনে আনল। শুক্রবারও ১টি ট্যুইটে রাজ্য বিজেপিকে তিনি খোঁচা দিয়েছিলেন। উত্তর প্রদেশে বিজেপি মন্ত্রীদের মন্ত্রিসভা ছাড়া প্রসঙ্গে ট্যুইটে প্রবীণ নেতা লেখেন, ‘উত্তর প্রদেশের বিজেপির মন্ত্রিসভা ছেড়ে মন্ত্রীরা সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিচ্ছে বলে যাঁরা উল্লসিত হচ্ছেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত ঠিক একইরকম ঘটনা পশ্চিমবঙ্গেও ঘটেছিল। বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মীদের বাদ দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে আসা যতরকম জঞ্জাল আর ট্রোজান ঘোড়াদের টিকিট দিয়েছিল বিজেপি। ফল তো সবাই দেখেছেন।’ তথাগত রায়ের ট্যুইট প্রসঙ্গে শনিবার বিকেলে বিজেপির রাজ্য দফতরে সাংবাদিক সম্মেলন করে দলের মুখ্য মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘তথাগত রায়ের পাণ্ডিত্যে আমরা মুগ্ধ। তিনি একসময়ের রাজ্য সভাপতি ছিলেন। তাঁকে দল রাজ্যপালও করে। কলকাতায় মেট্রো রেলের সঙ্গে তাঁর নামও যুক্ত হয়। এই ব্যক্তির প্রতি বিজেপির কোনো বক্তব্য নেই।’ এদিকে, শনিবার পোর্ট গেস্ট হাউসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের উপস্থিতিতে বিজেপির বিক্ষুব্ধ শিবিরের নেতারা বৈঠকে বসেন। বৈঠকে ছিলেন জয়প্রকাশ মজুমদার, প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়ন্তন বসু, রীতেশ তেওয়ারি, সমীরণ সাহা-সহ অন্তত ২০ জন নেতা। এপ্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘এরকম কোনো খবর বিজেপিতে নেই। আমাদের দলের যাঁরা আদর্শ মেনে চলেন, তাঁরা কেউ বিক্ষুব্ধ নন। কিছু বিজেপি নেতা একসঙ্গে এক জায়গায় নিজেরা বসতেই পারেন। আমরা সংঘবদ্ধই আছি।’

বর্ধমানে করোনাবিধি ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ল

বিপুন ভট্টাচার্য, বর্ধমান : পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার গোটা জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৭৬১জন। মৃত্যু হয়েছে ১জনের। এখনো পর্যন্ত করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে জেলায় ৩জন মারা গেছেন। একইসঙ্গে প্রথম থেকে তৃতীয় ঢেউ পর্যন্ত করোনায় মোট মৃত্যু ৫০০জন। এদিকে, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নানা নির্দেশিকা ঘোষণা করা হয়েছে। জেলার মধ্যে বর্ধমান পুর এলাকায় করোনা সংক্রমণের হার বেশি হওয়ায় শহরে ৭দিন ধরে রাস্তার ধারের চায়ের দোকান ও খাবারের দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বাজার ও দোকান রবি ও বৃহস্পতিবার বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। এদিকে, শনিবারই নতুন করে করোনাবিধি ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এদিন বর্ধমান চেম্বার অব ট্রেডার্সের পক্ষ থেকে রাস্তার ফুটপাতে থাকা চায়ের দোকান খোলার জন্য জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের চেয়ারম্যান বিশ্বেশ্বর চৌধুরী জানান, ‘রাস্তার ফুটপাতে চায়ের দোকান করে যাঁরা সংসার চালান, প্রশাসনের নতুন ঘোষণায় তাঁরা চরম সংকটের মুখে পড়েছেন। করোনাবিধি মেনে তাঁরা যাতে ব্যবসা করতে পারেন সেজন্য জেলা শাসকের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।’ অন্যদিকে, শনিবার বর্ধমানে ঐতিহ্যবাহী সদরঘাটের ঘুড়ির মেলা হয়নি। করোনার জন্য সব মেলা বন্ধের নির্দেশ জারি হয়েছিল। সেই নির্দেশ মেনেই এদিন সকাল থেকে জেলা পুলিশ সদরঘাট এলাকায় টহলদারি চলে। অন্যদিকে, এদিন ভাতার থানার নর্জায় খড়ি নদীর ধারে রক্ষা কালীর পুজো ও মেলা নিয়েও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। প্রশাসনের নির্দেশ মেনে এদিন স্বাভাবিক পুজো অর্চনা হলেও কোনো মেলা হয়নি।

কলকাতায় মাস্ক আপ চ্যালেঞ্জ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : শুধুই টিকা নয়, করোনা ঠেকাতে দূরত্ববিধি ও মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক, এই কথা বারবার বলছেন বিশেষজ্ঞরা। তাতেও হেলদোল নেই লোকজনের। তাই মহানগরের বাসিন্দাদের বিশেষ ‘টাস্ক’ দিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শনিবার ‘টক টু মেয়র’ অনুষ্ঠানে ফিরহাদ হাকিম নির্দেশ দেন, ‘কলকাতায় মাস্ক আপ চালেঞ্জ’ শুরু হচ্ছে। এই শিরোনামের চ্যালেঞ্জ জিতলেই বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থাও থাকছে। মোট ১০০ জনকে বেছে নেওয়া হবে। কাউন্সিলররাই বেছে নেবেন। যাঁরা মাস্ক ঠিকঠাক ব্যবহার করছেন এরকম নগরবাসীকে দেওয়া হবে পুরস্কার।’ মূলত, মেয়র পারিষদ সন্দীপন সাহা’র উদ্যোগেই এই নতুন চ্যালেঞ্জ শুরু করছে কলকাতা পুরনিগম। করোনার ২টি ঢেউয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কলকাতা। এখন তৃতীয় ঢেউ চলছে। তাতেও আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকেই। তাই সাবধান হতেই নগরবাসীকে বারবার মেয়র আর্জি জানাচ্ছেন। এবার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নগরবাসীকে সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল কলকাতা পুরনিগম। জানা গেছে, শহরের মধ্যে যাঁরা বেশি মাস্ক ব্যবহার করবেন তাঁদের মধ্যেই সেরা ১০০ জনকে বেছে নেওয়া হবে। শনিবার ফিরহাদ হাকিম জানান, ‘বারবার অনুরোধ করার পরও অনেকেই মাস্ক পরছেন না। তা সত্ত্বেও মাস্ক পরার অনুরোধ বন্ধ করব না। অনুরোধ চালিয়ে যাব। একইসঙ্গে ভোটে জিতে আসা নতুন কাউন্সিলরদের উদ্যোগে শহরবাসীকে মাস্ক পরাতে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হল। নতুন পদ্ধতিতে একশো পরিবারকে চিহ্নিত করা হবে। দরকারে ভার্চুয়ালি তাঁদের সঙ্গে নিজে কথা বলব। পুরনিগমের নিজস্ব পদ্ধতি ছাড়াও কলকাতা পুলিশের থেকে সিসিটিভি ফুটেজ জোগাড় করে বিজয়ী চিহ্নিত করা হবে।’

আসানসোলে বিজেপিতে ভাঙন বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল : আসানসোলে পুরনিগমের ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বিজেপিতে ভাঙন বাড়ছে। প্রায় প্রতিদিনই স্থানীয় কর্মী ও বিজেপির নেতারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। শনিবারও আসানসোলের বিএনআর মোড়ের কাছে তৃণমূল ভবনে বিজেপির আসানসোল উত্তর মণ্ডলের সভাপতি সুদীপ চৌধুরি, মহিলা সভাপতি স্বপ্না মুখার্জি, প্রাক্তন জেলা সম্পাদক সুধা দেবী, কুলটি মণ্ডলের সহসভাপতি তনুজা সিনহা সহ ৮৪ নং ওয়ার্ডের প্রায় ৫০ জন বিজেপি কর্মী তৃণমূলে যোগ দেন। দলে আসা নতুন সদস্যদের হাতে রাজ্যের পূর্ত ও আইন বিভাগের মন্ত্রী মলয় ঘটক দলীয় পতাকা তুলে দেন। এদিন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া নিয়ে মলয় ঘটক বলেন, ‘যেভাবে জেলায় বিজেপিতে ভাঙন ধরেছে, আগামী দিনে আসানসোল বিজেপি শূন্য হয়ে যাবে। অন্যান্যদল থেকেও পুরভোটের প্রার্থী সহ বেশ কিছু কর্মী ও সমর্থক তৃণমূলে যোগ দিতে চলেছেন। যার ফলে ১০৬টি ওয়ার্ডেই তৃণমূলের জয় সুনিশ্চিত হতে চলেছে।’ শনিবার বিজেপি ছেড়ে প্রায় ২০০জন কর্মী ও সমর্থক তৃণমূলে যোগ দেন। অন্যদিকে, তৃণমূলে যোগ দিয়ে সুদীপ চৌধুরি, সুধা দেবীরা জানান, ‘২০ বছর ধরে একনিষ্ঠভাবে বিজেপি দল করার পরে বিধানসভা ভোটের আগে দেখি দলটি যে আদর্শের কথা বলে, তার থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে। দলের প্রার্থী তালিকাও তৈরি হয়েছিল হোটেল ও বোতলে বন্দি হয়ে। তখনই বোঝা গিয়েছিল দল আদর্শচ্যুত হয়ে পড়েছে। আসলে বিজেপি প্রভু রামকে নিয়ে ব্যবসা করে চলেছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বিজেপি জে অ্যান্ড কে প্রাইভেট কোম্পানিতে (জিতেন্দ্র ও কৃষ্ণেন্দু) পরিণত হয়েছে। কয়লা, লোহা, বালির অনৈতিক অর্থ ও মাফিয়ারাজের কাছে জেলা বিজেপি সমর্পণ করেছে। তাই ওই দলে আর থাকা সম্ভব হল না। মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো যে সব প্রকল্প নিয়ে এসেছেন তা প্রশংসার যোগ্য। তাই বাকি জীবন তৃণমূলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে কাজ করে যাব।’ উল্লেখ্য, সুদীপ চৌধুরীকে বিজেপির পক্ষ থেকে আসানসোলের ৪৭ নং ওয়ার্ড থেকে প্রার্থী করা হয়েছিল। তবে ওই ওয়ার্ড তাঁর পছন্দ হয়নি। সুদীপ চৌধুরী তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে জানান, ওই ওয়ার্ড থেকে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গেলে আগামী দিনে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে পড়বে। দলের বিশেষ লবি তাঁর বিরুদ্ধে সক্রিয়। সুদীপ চৌধুরী ওয়ার্ড বদলের জন্যে বিজেপির জেলা সভাপতি দিলীপ দে’র সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। তবে কোনো সুরাহা না হওয়ায় ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত নেন। পরে দলবদলের সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে, বিজেপি নেতা-নেত্রীদের তৃণমূলে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে স্থানীয় বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি জানান, ‘সুদীপ চৌধুরীকে তাঁর পছন্দ মতো ওয়ার্ডে প্রার্থী করা হয়নি। এটা উনি মেনে নিতে পারেননি। তাই দলত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটা ঠিক জিতেন্দ্র তিওয়ারি এখন বিজেপি দলের সদস্য। তবে ২০১৫ সালে আমি তৃণমূলে ছিলাম। ওই সময় যাঁরা বিজেপির কর্মী ও নেতা ছিলেন, তাঁরা পুরভোটে মাত্র ৮জন প্রার্থীকে জয়ী করতে পেরেছিলেন। পরে ওই ৮জনের ৫জন তৃণমূলে যোগ দেন। আসলে পশ্চিম বর্ধমানে তৃণমূলে যোগ দিলে বা তৃণমূলের সদস্য হলে তাঁর প্রাথমিক কাজ হচ্ছে ঘুম থেকে উঠে জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে গালাগাল দেওয়া। তবেই জেলা তৃণমূলে তাঁর সম্মান ও কদর বাড়ে। এই অভ্যাসে দলত্যাগীরা অভ্যস্ত হতে চেয়েছেন বলে জিতেন্দ্র বেসরকারি কোম্পানি বলে কটাক্ষ করেছেন। ছবি : **জয়ন্ত সাহা**

আদ্যাপীঠ মন্দিরে ৮০০০ নরনারায়ণ সেবা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আদ্যাপীঠ : শনিবার দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঅন্নদা ঠাকুরের ১৩১তম জন্মোৎসব ও ১০১তম সিদ্ধোৎসব উপলক্ষে মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক ব্রহ্মচারী মুরাই ভাই-য়ের উদ্যোগে প্রতিবছরের মতো এবারও এক নরনারায়ণ সেবার আয়োজন হয়। পাশাপাশি এদিনই ছিল ৫৫তম আদিষ্ট মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে খাদ্যসহ ৫০০০ লোকের হাতে বস্ত্র ও ৩০০০ জনের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে এদিন ‘সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সকল ধর্মের সম্প্রীতি’ বিষয়ের ওপর ১টি সেমিনার হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তপন মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়, কামারহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল সাহা, পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুবীর বসু ও আরো অনেকে। আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঅন্নদা ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে হোম, যজ্ঞ ও পুজো হয়। মন্দিরের পুরো অনুষ্ঠানটি কোভিডবিধি মেনেই করা হয়। এদিন ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই জানান, ‘সমাজের সব স্তর থেকেই যদি সহযোগিতা পাওয়া যায় তাহলে এধরনের সামাজিক কাজ করা সহজ হবে।’ ছবি : **সুবল সাহা**

বারাসাতে ৩দিন বাজার বন্ধ

সুমন তালুকদার, বারাসাত : শনিবার বারাসাত পুরসভার মুখ্যপ্রশাসক সুনীল মুখার্জি নির্দেশ জারি করে জানান, আগামী সপ্তাহ থেকে উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদর বারাসাতে বাজার বন্ধ থাকবে, খোলা থাকবে দোকানপাট। জানা গেছে, সপ্তাহের ৩দিন মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার বাজার বন্ধ থাকবে। খোলা থাকবে দোকানপাট। বারাসাত পুর এলাকায় এই নির্দেশ মানতে হবে। চলতি সপ্তাহের ওই ৩দিন বারাসাত পুর এলাকায় সব দোকানপাট, শপিংমল, বাজার বন্ধ ছিল। সেই নির্দেশ থেকে এবার কিছুটা ছাড় দিল পুরসভা ও স্থানীয় প্রশাসন।

কাশীপুরে পথদুর্ঘটনায় মৃত

জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর : শুক্রবার সন্ধ্যায় পোলেরহাট-পাকাপোল রোডে টাটা সুমো ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মারা গেলেন বাইকআরোহী সাহাবুদ্দিন মোল্লা (৩০)। বাড়ি কাশীপুর থানার অনন্তপুর গ্রামে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দুর্ঘটনার সময় ২টি গাড়ির গতি এতটাই ছিল যে বাইকের হ্যান্ডেল ছেড়ে দিয়ে সাহাবুদ্দিন মোল্লা মাটি থেকে প্রায় ৮-১০ ফুট ওপরে উঠে যান। এরপর আছড়ে পড়েন রাস্তায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে জিরানগাছা গ্রামীন হাসাপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে জানানো হয়। জানা গেছে, এদিন পোলেরহাট বাজার থেকে পাকাপোল বাজারে মোবাইল সারাতে যাচ্ছিলেন সাহাবুদ্দিন মোল্লা। বাইক চালানোর সময় তাঁর মাথায় হেলমেট ছিল না। উল্টোদিক থেকে ওই সময় ১টি টাকা সুমো আসছিল। গাড়ির চালক ছাড়াও ওই গাড়িতে ৪-৫জন শিশু ছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি ধাক্কা মারলে টাটা সুমোর চালক সাইফুদ্দিন মোল্লা আচমকা ব্রেক মারেন। তাতে গাড়িটি রাস্তার পাশে এক মেছো ভেড়িতে গিয়ে উলটে যায়। ভেড়ির নরম কাদায় গাড়িটি আটকে যায়। শিশুরা সবাই জখম হলেও কোন প্রাণহানি ঘটেনি। পুলিশের বক্তব্য, ওই ভেড়িতে জল থাকলে শিশুদের বাঁচানো যেত না। মৃতের দাদা আলাউদ্দিন মোল্লা বলেন, ‘টাটা সুমোটি বেপরোয়া গতিতে এসে ভাইয়ের বাইকে ধাক্কা মেরেছে। বাইকটি ভেঙেচুরে গেছে। ওই গাড়ির চালকের উপযুক্ত শাস্তি চাই।’

হাওড়ার মল্লিক ফটকে টোটো চালককে মারধর

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : শনিবার বিকেলে হাওড়ার মল্লিক ফটকে যাত্রী তোলা নিয়ে টোটো চালকদের মধ্যে অশান্তির জেরে রাজুকুমার রাম নামে এক টোটো চালককে রাস্তায় বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে অন্য এলাকার টোটো চালকদের বিরুদ্ধে। জখম ওই টোটো চালককে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। এই ঘটনায় ১জনকে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শেখর যাদব নামে এক টোটো চালক জানান, এদিন প্রায় ৫০ জন ছেলে এসে রাজু নামে এক টোটো চালককে মারধর করে। যাত্রী তোলা নিয়ে প্রথমে বচসা হয়। তারপর মারপিট শুরু হয়। রাজুকে অন্য টোটো চালকরা উইকেট নিয়ে বেধড়ক মারধর করে। জানা গেছে, স্ট্যান্ডের কাছে অন্য কোনও টোটো চালক যাত্রী তুললে স্ট্যান্ডের টোটো চালকরা বাধা দেন। তা সত্ত্বেও এদিন ওই চালক গাড়িতে যাত্রী তুললে তাঁকে স্ট্যান্ডের এক টোটো চালক বাধা দেন। স্ট্যান্ডের টোটো চালক আরেক টোটো চালককে চড় মারেন। চড় খেয়ে সেই টোটো চালক তখন সেখান থেকে বেরিয়ে যান। পরে প্রায় ৫০জন ছেলেকে ডেকে নিয়ে এসে তাণ্ডব চালায়। তখনই রাজুকে ধরে ব্যাপক মারধর করা হয়।

হাওড়ায় মৃতদেহ উদ্ধার

ভাস্কর বিশ্বাস, হাওড়া : শনিবার দুপুরে শ্যানমপুরের ভবানীপুর গোয়ালবেড়িয়া এলাকার ইটভাটার পরিত্যক্ত জায়গা থেকে ওই এলাকার বাসিন্দা তারকনাথ পাত্র নামে এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। গড়চুমুক পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছোন। পুলিশ জানতে পারে, প্রায়ই তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যেতেন। এদিন মৃতদেহ উদ্ধার করে উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

উলুবেড়িয়ায় বন্ধ মাজারের মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : উলুবেড়িয়ার ৩০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী বাণীবন জঙ্গল বিলাসের জাতের মেলা পুরোপুরি বন্ধ হল। মেলা কর্তৃপক্ষের সম্পাদক কাজী মুস্তাফিজুর রহমান জানান, ‘সরকারি নির্দেশ মেনে মেলা বন্ধ রেখেছি। প্রশাসন আমাদের সাহায্য করছে। মাজারে যাঁরা আসছেন, তাঁদের বিধি নিষেধ মেনে চলার কথা বলা হচ্ছে। মাস্ক, স্যানিটাইজার বিলি করছি।’ রাজাপুর থানার আইসি অজয় কুমার সিং জানান, ‘প্রতি রাস্তার মোড়ে পুলিশ রাখা হয়েছে।’ এছাড়াও ছিলেন উলুবেড়িয়ার সিআই সোমনাথ দে।

ফর্ম-এ

জনস্বার্থে ঘোষণা

(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস)-র রেগুলেশনস ২০১৬-এর ৬নং ধারা অনুযায়ী)

ঋণগ্রহীতাদের জ্ঞাতার্থে হিন্দুস্থান স্মল টুলস প্রাইভেট লিমিটেড

সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলি

১.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম	হিন্দুস্থান স্মল টুলস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার অন্তর্ভুক্তিকরণের তারিখ	১৩/০৮/১৯৫৫
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীন কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা অন্তর্ভুক্ত / নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানীজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
৪.	কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর / কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর	U22219WB1955PTC022547
৫.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নথিভুক্ত কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়ের (যদি থাকে) ঠিকানা	নথিভুক্ত কার্যালয় : ৩০, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা -৭০০০১৬
৬.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ইনসলভেন্সি প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	১৪ জানুয়ারি ২০২২ (আদেশাবলী গৃহীত ১৪ জানুয়ারি ২০২২)
৭.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার অনুমানিক তারিখ	১৩ জুলাই ২০২২ (রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার তারিখ থেকে ১৮০ তম দিন)
৮.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসাবে কার্যরত ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর	শ্রী কুলদীপ ভার্মা IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038
৯.	পর্ষদের কাছে নথিভুক্ত ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনালের ঠিকানা ও ইমেল	ঠিকানা : ৪৬ বি. বি.গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ইউনিট- ৫০১ কলকাতা - ৭০০ ০১২ ই-মেল : kuverma@gmail.com
১০.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনালকে যোগাযোগ করার ঠিকানা ও ইমেল	ঠিকানা : ৪৬ বি. বি.গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ইউনিট- ৫০১ কলকাতা - ৭০০ ০১২ ইমেল: cirp.hstpl@gmail.com
১১.	দাবি জানানোর শেষ তারিখ :	২৮.০১.২০২২ (সিআইআরপি আদেশাবলী গৃহীত হওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে)
১২.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা নির্ধারিত সেকশন-২১ এর সাব-সেকশন (৬এ)-এর ক্লজ (বি) অনুযায়ী, ঋণগ্রহীতাদের শ্রেণী বিভাগ	অপ্রযোজ্য
১৩.	শ্রেণীগত ভাবে ঋণগ্রহীতাদের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার জন্য নির্বাচিত ইনসলভেন্সি প্রফেশনালদের নাম (প্রতি শ্রেণীর জন্য তিনটি নাম)	অপ্রযোজ্য
১৪	অ. সংশ্লিষ্ট ফর্মস ও আ. অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে	ওয়েব লিংক : www.ibbi.gov.in/downloadform.html ফিজিক্যাল ঠিকানা : অপ্রযোজ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানী ল ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ-।। ১৪.০১.২০২২ তারিখে (১৪.০১.২০২২ তারিখে এই ব্যাপারে জারি করা আদেশাবলীর প্রতিলিপি নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছে) হিন্দুস্থান স্মল টুলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর নামে একটি কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া জারির আদেশ দিয়েছে।

হিন্দুস্থান স্মল টুলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ঋণগ্রহীতাকে ২৮.০১.২০২২ তারিখে বা তার আগে ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ইন্টেরিম রেজোলিউশনের প্রফেশনালের ঠিকানায় তাঁদের দাবির প্রমাণ জমা করার আবেদন জানানো হচ্ছে।

ফিনান্সিয়াল ঋণগ্রহীতাদের তাঁদের দাবির বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই জমা করতে পারবেন। বাকি অন্যান্য ঋণগ্রহীতাদের তাঁদের দাবির বিজ্ঞপ্তি ব্যক্তিগতভাবে, ডাক মাধ্যমে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে জমা করতে পারবেন।

একটি শ্রেণীর আওতায় পড়ে এমন ফিনান্সিয়াল আর্থিক ঋণগ্রহীতার, যেমন ক্রম নং -১২তে বর্ণনা করা আছে, তিনি ওই শ্রেণীর অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার জন্য তিনটি ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের মধ্যে থেকে তাঁর নিজের পছন্দের অনুমোদিত প্রতিনিধি (ক্লাস এর উল্লেখ করে), যেমন ক্রম নং ১৩-তে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাচন করতে পারেন সিএ ফর্মের মাধ্যমে।

মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর দাবির বিজ্ঞপ্তি জমা দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

শ্রী কুলদীপ ভার্মা
ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল
IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038

তারিখ : ১৬.০১.২০২২
স্থান : কলকাতা

উন্নত পরিষেবার লক্ষ্যে আসানসোলের পুরভোটে তৃণমূলের ইস্তেহার প্রকাশ

রবীন্দ্রনাথ প্রামাণিক, আসানসোল : শনিবার আসানসোলের কল্যাণপুরে আসন্ন পুরভোটকে সামনে রেখে তৃণমূলের ইস্তেহার প্রকাশ হয়। ছিলেন রাজ্যের পূর্ত ও আইন বিভাগের মন্ত্রী মলয় ঘটক, শ্রীকান্ত মাহাতো, তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি ও বারাবনির বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়, এডিডিএর চেয়ারম্যান ও রানিগঞ্জের বিধায়ক তাপস ব্যানার্জি, ভাইস চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চ্যাটার্জি, জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং, আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটক, অমরনাথ চ্যাটার্জি, ও পুরনিগমের ১০৬টি ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থীরা। এদিন মন্ত্রী মলয় ঘটক জানান, ‘২০১৫ সালে জামুড়িয়া, রানিগঞ্জ, কুলটির সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর আসানসোল পুরনিগম গড়ে ওঠে। বাসিন্দাদের উন্নত পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে নতুন পুরনিগমের বোর্ড গড়ে তৃণমূল। এরপর নির্ধারিত সময়সীমা শেষে পুরনিগম পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক বোর্ড গড়া হয়। এবার আরো বেশি উন্নত পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে পুরভোটের আগে তৃণমূলের ইস্তেহার প্রকাশ হয়েছে। এতে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি রাখা হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, গত মরসুমে একদিনে ৪৩৫ মিলিলিটার আকাশভাঙা বৃষ্টিতে আসানসোল শহরের একটা বড়ো অংশ প্লাবিত হয়। এই পরিস্থিতির যাতে আর না হয় সেজন্য রাজ্য সরকারের নির্দেশ মতো আসানসোলের সব খাল ও নদীকে যান্ত্রিকভাবে পরিষ্কার ও নিষ্কাশন করা দরকার। নিকাশি ও নর্দমা ব্যবস্থার পুনর্গঠন করা হবে। পাশাপাশি শহরের খাল ও বিলের সংস্কার করতে হবে। শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণে ৪টি ফুট ওভারব্রিজ তৈরি, ফুটপাত বাড়ানো, অটো ও ই-রিক্সার আলাদা স্ট্যান্ড ও জামুড়িয়া, রানিগঞ্জ, বার্নপুর আসানসোল স্টেশন ও উষাগ্রামে আধুনিক সুবিধাসহ নতুন বাস স্ট্যান্ড গড়ে তোলা হবে। এছাড়াও পুরনিগম এলাকার প্রতিটি ঘরে পানীয় জল সরবরাহের জন্য পাইপ লাইন সংযোগ করা হবে। যাতে সারাদিনে ২বার জল সরবরাহ করা যায়। এছাড়াও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হবে।’ তবে এদিন হাই কোর্টের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, ‘ভোট যেদিনই হোক, তৃণমূল কংগ্রেস প্রস্তুত রয়েছে।’ অন্যদিকে, তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বারাবনির বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় বলেন, ‘বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় ইস্তেহার প্রকাশ করা হয়েছে। যা আসানসোলের দশ দিগন্ত নামে পরিচিত।’ ছবি : **জয়ন্ত সাহা**